তেলাপিয়ার চাষে সাধারণত দুই ধরনের সম্পুরক খাবার ব্যবহার করা যায় যেমন- বাড়িতে তৈরি খাবার ও বাণিজ্যিক খাবার। আমাদের দেশে চাষিরা বাড়িতে সম্পূরক খাবার হিসেবে মাছের পুকুরে প্রধানত খৈল ও কুড়া ব্যবহার করে থাকেন। বাণিজ্যিক খাবার সাধারণত দুই ধরনের হয়- ভাসমান ও ডুবন্ত। অধিক ফলন এবং খাদ্য অপচয় রোধে ভাসমান খাবার ব্যবহার করা উত্তম। এক্ষেত্রে বিক্রেতার কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট ফিড কোম্পানির লিফলেট বা ব্যবহার বিধি সংগ্রহ করে সে অনুসারে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

সম্পুরক খাদ্যের গুরুত্ব

- মাছের দেহ বৃদ্ধির হার বাড়ায়
- পোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- বেশি ঘনত্বে চাষ করা যায়
- অল্প আয়তনের জলাশয় থেকে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়

বাণিজ্যিক খাবার ব্যবহার করলে মনে রাখতে হবে, সর্বোচ্চ ১.২৫-১.৫০ কেজি খাদ্য ব্যবহারে অবশ্যই ১.০০ কেজি মাছের উৎপান হতে হবে।

পানিতে খাবারের স্থায়ীত্ব

বাংলাদেশে অনেক ধরনের বাণিজ্যিক ডুবন্ত মৎস্য খাদ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ভালো মানের ডুবন্ত বাণিজ্যিক খাবার পানিতে স্থায়ীত্বকাল হলো ১০-১৫ মিনিট। উন্নত মানের ডুবন্ত বাণিজ্যিক খাবার ৩০ মিনিট পর্যন্ত পানিতে স্থায়ীত্ব হতে পারে।

ভালো মানের বাণিজ্যিক ভাসমান মৎস্য খাদ্য ৫-৬ ঘণ্টা পর্যন্ত পানিতে স্থায়ীত্ব থাকে অর্থ্যাৎ পানিতে দ্রবীভূত কিংবা ডুবে যায় না।

পানিতে খাবারের স্থায়ীত্বের পরীক্ষা

একটি কাঁচের গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে ১০-১২ গ্রাম করে বাণিজ্যিক ভাসমান এবং ডুবন্ত মৎস্য খাবার আলাদা আলাদা ভাবে গ্লাসে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। ডুবন্ত খাবার যদি ৫ মিনিটের পূর্বেই দ্রবীভূত হয়ে যায় তবে সেটা ভালো খাবার নয়। ভাসমান খাবারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টার পূর্বেই ডুবে কিংবা দ্রবীভূত হয়ে যায় তবে সেটা ভালো খাবার নয়।

চাষিকে খাবার ক্রয়ের পূর্বে পানিতে খাবারের স্থায়ীত্বকাল পরীক্ষা করে নেয়া ভালো।